লোকনাথ ভট্টাচার্য : 'গ্রাম্যদেশের' এক বিশ্বনাগরিক

মানবেন্দু রায়

১.

'অনুপস্থিত' শব্দটি বাংলাভাষায় সমালোচনা সাহিত্যে একটি বিশেষ অন্বয় তৈরি করে।

বিশেষত জগদীশ গুপ্তকে আলোচনার পরিবৃত্তে নিয়ে আসার সময় এই 'অনুপস্থিত' শব্দটিকে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই কথনসূত্র অনুসৃত হয়ে আমরা শব্দটিকে প্রায় ব্যবহার করি এমন সব মানুষদের উদ্দেশ্যে– যাঁরা হয় বিস্মরণের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছেন কিংবা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যাঁদের উপর পর্যাপ্ত আলো পড়েনি। ফলে সাধারণ পাঠকদের কাছে লেখকের নামটি এবং রচনাবলী অচেনা রয়ে গেছে। 'অনুপস্থিত' শব্দটি যখন ব্যবহার করি তখন শব্দটির শরীরে কেমন যেন একটা দুর্জ্ঞেয় অনুভব জড়িয়ে থাকে। এক ধরনের করুণাও হয়ত-বা থেকে যায়– যে করুণা হল মেধাবী পাঠকের করুণা, বাজারদাপানে অশিক্ষিত প্রকাশকদের করুণা, প্রতিষ্ঠানের গদীতে সমাসীন আত্মম্ভরী সমালোচকের করুণা, সর্বশক্তিমান স্থবিরবপু প্রতিষ্ঠানেরকরুণা, ক্ষমতাবান সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদীদের করুণা– তখন প্রশ্ন উঠে আসে 'অনুপস্থিত' ব্যক্তিটির কি এতসব করুণা অর্জন করার সামর্থ্য ছিল– যোগ্যতা ছিল?

অনেক বছর পর যখন কোন এক স্বতন্ত্র চিন্তনের আলোরেখায় এই রকম একজন 'অনুপস্থিত' ব্যক্তির নাম সহসা উঠে আসে, তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তাঁর প্রায় অবলুপ্ত একটি দু'টি গ্রন্থ ফের ছাপাখানার মুখ দেখে– তখন একদিন এই 'উপেক্ষার' ধারাবাহিকতা যারা বজায় রেখেছিল, তারা 'যোগ্যতার' প্রশ্নটি একটু বাঁকা ভাবে তুলে ধরে। আমরা বাঙালি নন্দনতাত্ত্বিকরা জীবিত তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের সামনে 'যোগ্যতার' প্রশ্ন তুলে ধরতে পারি না– কিন্তু শরীরী অর্থে মৃত ব্যক্তিত্বের সামর্থ্য তথা যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি। তুলছিও। সে নিয়ে সাহসী লেখাও লিখে ফেলি। এমন অবস্থার সামনে বহুবার দাঁড়াতে হয়েছে রমেশচন্দ্র সেন, অমরেন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সাবিত্রী রায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অরূপরতন, উদয়ন, সুবিমল, বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রমুখদের। আর একটা আশ্চর্যের কথা প্রতিবছর এতো এতো বই ছাপা হয়, কিন্তু এঁদের গ্রন্থ কোনভাবে নতুন করে ছাপা হয় না। প্রকাশকের আগ্রহ নেই, শিক্ষাবিদরা নিরুৎসাহী, পাঠককুল হিমশীতল, প্রতিষ্ঠান সমূহ দাম্ভিক দার্ঢ্য নিয়ে নির্বোধ নীরবতায় অবলীন, সুতরাং হাজার চেষ্টা করলেও বর্তমানের নবীন পাঠক প্রজন্ম একটা অত্যুজ্জ্বল সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যের সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়। এমন দুঃসহ অবস্থায় অপরিচয়ের কাঁটা তারে ঘেরা সংকীর্ণ প্রান্তরে সাহিত্যিক এবং তাঁর সাহিত্য ক্রমশ বিস্মৃতির তুমুল অন্ধকারে লীন হয়ে পড়তে থাকে।

লোকনাথ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে এই ধরণের বাস্তবতার প্রক্ষেপ কিন্তু হওয়া উচিত ছিল না। কেন না প্রাতিস্বিক মনীষার একটি উজ্জ্বল আলোরেখা আমৃত্যু তাঁকে ঘিরে ছিল। ফরাসী সাহিত্যের অনুবাদক এবং আলোচক হিসাবে সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান তিনি অর্জন করে নিতে পেরেছিলেন। ফ্রান্সে প্রবাস জীবনও তাঁর সাহিত্যিক মর্যাদাকে একটা স্বতন্ত্র স্বকীয়তা দিয়েছিল। কেন না শিল্প-সাহিত্যের সূত্রে যাঁরা বিদেশের মাটিতে পা রাখেন, তাঁরা এখনকার নাগরিক বিদ্বৎসমাজে একটা বিশেষ সম্মানজনক উচ্চতা অধিকার করে থাকেন, এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সেদিক দিয়ে লোকনাথ আশ্চর্য ভাগ্যবান। একটি বিশেষ বিদেশী সাহিত্যে পারঙ্গমতা বিদেশিনী - বিদূষী ভার্যা, কর্মক্ষেত্রে পরম আকাঙ্ক্ষিত এমন একটা জায়গায়, স্বকীয় অর্জনে বসবাস করে গেছেন। দীর্ঘ নীরবতার পর কলকাতার একটি প্রকাশনা সংস্থা তাঁর শেষ গ্রন্থগুলি এবং ছয়খন্ডে মৌলিক রচনাবলী প্রকাশ করেছে (তাঁর অনুদিত সাহিত্য আরো দু'খন্ডে প্রকাশিত হতে চলেছে।) যা এখনও বাজারে সুলভ্য। আগ্রহী পাঠক, ইচ্ছে করলেই লোকনাথকেও স্পর্শ করতে পারেন। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং নাটক– চারটি মাধ্যমে লোকনাথ বিচরণশীলন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তথাপি তিনি বাংলাভাষায় আলোচনার বৃত্তে 'অনুপস্থিত' –যদিও তাঁকে নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তথাপি যে পথে উদার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়, যে পথ লোকনাথের সামনে আজ অবধি সংকীর্ণ অথবা প্রায় রুদ্ধ। বলতে গেলে সাহিত্য পাঠক এবং আলোচকদের কাছে লোকনাথ ভট্টাচার্য নামটি এখনও অবধি কেমন যেন ঝাপসা, ধোঁয়াশা জড়ানো অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। আরও আশ্চর্য জীবিতকালে দেশে তিনি কোন সম্বর্ধনা, সম্মান অথবা পুরস্কার কোনোদিন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হন নি। বলতে গেলে আজ অবধি প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে লোকনাথ ভট্টাচার্য স্বীকৃতিহীন বাঙালী লেখকদের মধ্যে একটি নাম মাত্র।

২.

অথচ সাধারণ ভাবে এমন হওয়ার কথা ছিল না। জন্মেছেন কৃতি পন্ডিত বংশে, পিতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক–শৈশব থেকে জ্ঞানচর্চার আলোতে বড় হয়ে উঠেছেন– মেধাবী ছাত্র– প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং শান্তিনিকেতন দুই জায়গায় যাপিত হয়েছে তাঁর ছাত্র জীবন। ফলে 'ললিতকলা ও নাটক - নৃত্য-সঙ্গীত তথা রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডলে তাঁর মানসিক বিকাশ সংঘটিত হয়েছিল।' ছাত্র অবস্থায় লেখালিখির শুরু কবিতা দিয়ে, সেই সময়ের বিখ্যাত পুরুষ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় একাধিকবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৬৫৬ সালে প্রকাশিত আশ্বিন-পৌষ সংখ্যায় একসঙ্গে তিনটি কবিতার মুদ্রণ এবং শান্তিনিকেতনে পাঠকালীন সময়ে এক বিদূষী

মহিলার অর্থ ও উদ্যমে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আয়তি' প্রকাশ পাচ্ছে।

তারপর নাগরিক জীবন শুরু – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, ফরাসি ভাষা শিক্ষা ও শুরু হয়েছে, সংস্পর্শে এসেছেন বুদ্ধদেব বসুর। ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে পৌঁছাচ্ছেন এবং প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করছেন, হল্যান্ডে গিয়ে পাঠ নিচ্ছেন অর্থনীতির। বন্ধু হিসেবে পাচ্ছেন পরবর্তীকালের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রকে। সাহিত্যচর্চার সূত্রে যাঁরা তাঁর সখ্য অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আতাউর রহমান, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, নির্মাল্য আচার্য, শম্ভু মিত্র প্রমুখ মেধা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বেরা। যাঁদের সঙ্গে কর্ম এবং সাহিত্যচর্চার সূত্রে নাম যুক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ ভেরিয়ার এলুইন, কবি এবং মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত অক্টভিও পাজ, ফরাসী কবি আঁরি মিশো রানে শার প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব। উচ্চপদে কাজ করেছেন অরিয়াঁস ফ্রাঁসেস, সাহিত্য আকাদেমি এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট্রের মতো সংস্থায়। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির প্রতিনিধি হয়ে ভ্রমণ করেছেন প্রায় অর্ধেক পৃথিবী– সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আবহে কোন উত্তেজনা দূরে থাক, সামান্য মনযোগ মাত্র নেই।

দেশে কোন পুরস্কার পান নি, কিন্তু প্রবাসে অর্থাৎ ফ্রান্সে তিনি পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার– সরাসরি অনুবাদ হয়ে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ, ফরাসী সাহিত্য পাঠকের কাছে তিনি এক অতিপরিচিত নাম। সত্যজিৎ রায় যে সম্মান পেলে মিডিয়া এবং প্রতিষ্ঠান গর্বে উচ্চকিত হয়ে ওঠে, তারই লোকনাথের অনুরূপ সম্মান প্রাপ্তিতে আশ্চর্য নীরব থেকে যেতে পারে। ফ্রান্সে, প্রবাসী জীবনে লোকনাথ ঘরের লোক হয়ে উঠতে পারেন, অথচ বঙ্গদেশ তাঁকে অনাত্মীয়তার দূরত্বে অনায়াসে ঠেলে দিতে পারে। দিয়েছেও। এতসব কথা বলা এই কারণে যে বিদেশিনী স্ত্রী, বিদেশী ভাষা এবং সাহিত্যে পারঙ্গমতা, বিদেশ বাস সত্ত্বেও লোকনাথ ভট্টাচার্য আনখশির একজন বাঙালি লেখক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে তুলতে চেয়েছেন। উত্তর - ঔপনিবেশিকতা আচ্ছন্ন পরিসরে বিদেশী ভাষা এবং সাহিত্যে অসম্ভব দক্ষতা থাকা সত্বেও, সেই অপর ভাষায় তিনি অন্তরের কথা বলতে চান নি। আদ্যন্ত বাঙালী - লেখক হওয় ওঠার এই চূড়ান্ত অভিযাত্রী লোকনাথ ভট্টাচার্যকে তবুও নির্জিত, অপরিচিত এবং দূরের মানুষ করে রেখে দিয়েই আমরা। ঔপনিবেশিকতা এবং আধুনিকতাবাদের আধিপত্যের বিভ্রমে যেভাবে আমরা আচ্ছন্ন হয়ে থাকি, তাতে লোকনাথ ভট্টাচার্যের মত স্বতন্ত্র ভাবনার স্রষ্টা আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েন না। লোকনাথকে গ্রহণ না করার ব্যর্থতার দায় আমাদের– তা আদৌ লোকনাথের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের অনুপপত্তি নয়।

৩.

বিংশ শতাব্দীতে তিন দশক থেকে আমাদের সাহিত্যতত্ত্বে বিদেশী অনুভাব– বিশেষত আধুনিকতাবাদের প্রভাব একটা স্থায়ী চিহ্ন রাখতে সক্ষম হয়। আধুনিকতাবাদের অপর দিকে ছিল সাম্যবাদী শিবির তথা প্রগতিবাদীদের সমাজবাস্তববতাবাদের তর্ক এবং বিতর্ক সমূহ। এই দুটি পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের তথা সাহিত্যতত্ত্বের জটিল ঘূর্ণাবর্তে, বাংলা সাহিত্য থেকে ভারতীয়তার প্রক্ষেপটি ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে এবং পরবর্তী কয়েক দশকে তার প্রায় পশ্চাৎপদ্ অতীতচারিতা বলে গণ্য হয়। আমাদের নন্দনচেতনায় সশিকড় হয়ে ওঠে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনার জটিল কূটাভাষগুলি। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, সামাজিক পরিসর, শরীরবিজ্ঞান, খাদ্যাভাস, ভাষা ব্যবহার, পরিচ্ছদ যৌনতা, রাষ্ট্রনীতি, এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র– প্রতিটি স্তরে একটি জটিল সম্পর্কসূত্র তথা আচরণবিধি পরিলক্ষিত হ'তে থাকে এবং এই পরিবর্তনকে আরও বেশি কুটিল এবং ক্ষয়দীর্ণ করে তোলে নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্যা। যৌথ পরিবার থেকে চ্যুত হয়ে ছোটবৃত্তের পরিবার, স্বতঃস্ফূর্ত গণতন্ত্রের আড়ালে পার্শবিক ক্ষমতাতন্ত্র, স্বাভাবিক যৌন আচরণ থেকে সরে গিয়ে অস্বভাবী বিকৃত যৌন মানসযাত্রা, কৌম সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে জনসমাজে রাজনৈতিক দলতন্ত্রের প্রতি অন্ধ আনুগত্য, ভারতীয়তাকে অস্বীকার এবং গৌণ করে তোলার সাহিত্যাদর্শের প্রতি আনুগত্য, স্বদেশী ভাষাচর্চার পরিবর্তে বিদেশী, বিশেষত ঔপনিবেশিক শাসকদের ভাষার প্রতি অকুঠ অনুরাগ এবং প্রাত্যহিক জীবনে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের বদলে বিকৃত, সংকর, কুৎসিত ভাষা ব্যবহারের ক্রমবিস্তার– সব কিছুর মধ্যে আমরা নাগরিক সমাজের অপার্থিব কেন্দ্রীভূত ক্ষমতায়নের অশরীরী আগ্রাসনকে একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে, দেখতে পাবো। লোকনাথের লেখাগুলিকে বুঝতে হলে সমাজের এই অর্থ-সামাজিক চেহারাটিকে সম্যক উপলব্ধি করা জরুরী।

সমাজজীবনে এই যে একটা অপরিচ্ছন্ন অস্বাভাবিক বাস্তবতার প্রক্ষোপ, তা হয়ত কোন না কোন ভাবে লোকনাথকে ঈষৎ স্পর্শ দিয়েছিল। এই ছিন্নমস্তা আধুনিকতার একটা বিষণ্ণ ছায়া তাঁর বেশ কিছু রচনায় গভীর ভাবে 'দাগ' রেখেছে। কিন্তু সেই 'দাগ' এসেছে অন্য পথে, অন্য ভাবনায়, অন্য ভাষায়। যে পথ, ভাবনা এবং ভাষা আমাদের অনুধ্যানে ছিল না। না থাকার কারণ উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তন স্থবিরতা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনুদার দৃষ্টি বিভ্রম। ফলে সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে লোকনাথ যে দিকে পা বাড়ালেন, সেই দিকটির সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ নেই এবং কৌতূহলও নেই। ফরাসী ভাষা এবং সাহিত্যচর্চা লোকনাথের মানসিক আদলটিকে ঈষৎ বদলে দিয়েছিল, কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, তাঁর চিন্তনে ভারতীয় ভাবকাঠামোটিকে ত্যাগ করেনি। ফলে তিনি প্রবাসী হয়েও ভাষাকে ত্যাগ করতে পারেন নি– কিন্তু সৃজন-ভাবনাকে একটু স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন। তাঁর রচনায় যে ভাবে প্রতীকবাদ শিকড় ছাড়িয়েছে তা কিন্তু সমকালীন অন্যদের লেখায় অনুপস্থিত। একটু বাঁকিয়ে বললে– বুদ্ধদেব বসু আদি আধুনিকতাবাদীদের কাছে প্রতীকবাদ এসেছিল ইংরাজী ভাব ও ভাবনার পথ দিয়ে। কিন্তু ফরাসী ভাষা সঙ্গতির জন্য লোকনাথকে সে পথে হাঁটতে হয়নি। বুদ্ধদেব বসুর অনূদিত

বোদলার সুখপাঠ্য, সহজ– কিন্তু তার আদি কাঠামো এবং ভাষা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কিন্তু লোকনাথের অনুবাদ র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' –ভাষা এবং ভাবের পরিবর্তন ঘটায় নি। ফলে সেখানে বিভ্রম এবং বিচ্যুতি অনুপস্থিত। আবার বলছি– বুদ্ধদেব বসুর বোদলার অদ্যাপি সুখপাঠ্য– বুদ্ধদেব লিখিত বোদল্যার গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী এখনও পাঠককে বিমূঢ় করে দেয়– কিন্তু লোকনাথের র‍্যাঁবো পড়তে হলে পাঠককে কবির সমীপে পৌঁছাতে পরিশ্রম করতে হয়। সুখপাঠ্যতার বদলে যেখানে এক দুঃসহ আবিষ্কারের জগৎ উঠে আসে। র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' গ্রন্থে লোকনাথের ছোট্ট ভূমিকাটি, পাঠকের কাছে লণ্ঠনের মত। যে আলো পাঠককে অন্ধকার পথ দেখায় মাত্র। অনুবাদকের সর্বত্রগামী পান্ডিত্যের ঝলসানিতে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে দেয় না। বুদ্ধদেব বসু অনূদিত বোদলার পড়তে পড়তে মনে হয় যেন সম্প্রসারিত বুদ্ধদেবকে পড়ছি, অথচ লোকনাথ কৃত 'নরকে এক ঋতু' আমাদের র‍্যাঁবোকে চিনিয়ে দেয়। র‍্যাঁবোর ভাষাকে কখনও অনুবাদকের প্রাতিস্বিকতা ছড়িয়ে যায় না।

৪.

প্রাক-ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক এবং উত্তর ঔপনিবেশিক তিন কালখন্ডকে বিবেচনায় রাখলে, আমরা দেখতে পাবো, আমাদের সামাজিক সম্পর্কসূত্রগুলি এবং শিল্প ও সংস্কৃতির পরিসর কী ভাবে মাটি থেকে দূরে, বহুদূরে সরে গেছে। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং তৎকালীন বঙ্গদেশে যদিও সামাজিক পরিবেশ এবং উৎপাদন সম্পর্ক বারবার আহত, আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একটা সামাজিক আত্তীকরণও ঘটেছে। বিদেশী আক্রমণকারীরা এদেশে এসেছে ঐশ্বর্য্যের লোভ নিয়ে অবশ্য। কিন্তু তারা এখানে এসে ক্রমে এদেশের মাটি-জল-বাতাস এবং জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অবলীন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে এই যে ধারাবাহিক বহিরাগতদের আসা এবং থেকে যাওয়া– এতে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একটা মিশ্রণ ঘটেছে। বিশেষত দীর্ঘ মুসলিম শাসনে– শাসক বিধর্মীরা যেমন এদেশে থেকে সম্পদ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে অপরদিকে তাদের কাছ থেকে আমাদের অর্জনও কম নয়। আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্য, সঙ্গীতে, খাদ্যে, পোশাকে সেই অবলীনতার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান।

যদিও সেই সমাজের উপরিতলের যে সংস্কৃতিচর্চা এবং শিক্ষাধারা সেখানে আধিপত্য বিরাজ করত ব্রাহ্মণবাদের, তথাপি নিম্নবর্গীয়রা নিজেদের জীবনচর্যায় নিজের মত করে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সমান্তরাল প্রবাহ তৈরি করে নিয়েছিল। চর্যাপদ থেকে শুরু করে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকায়তিক সাহিত্যের যে বিস্তার – যেখানে খুঁজে পাই সাধারণ মানুষের প্রকৃত মুখচ্ছবি। চাষি, জেলে, মালো, ছুতোর, কামার, কুমোর, মাঝি প্রভৃতি কারিগর শ্রেণী থেকে শুরু করে সমাজের সাধারণ রমণীরাও সেই লোকসংস্কৃতির প্রাণবান ধারাকে সজীব এবং প্রবহমান করে রেখেছিল।

ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসন এই ছবিটাকে আমূল বদলে দেয়। সমাজের সর্বত্র বিশেষত রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে প্রাধান্য পায় নগর, –নাগরিক সমাজ এবং আর্থিকভাবে বিত্তশালীরা। বিশেষত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা, এবং ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্টের প্রভাব মধ্যমেধার মানুষদের শেখালো দেশকে, দেশের ভাষাকে, সংস্কৃতিকে এবং শ্রমকে ঘৃণা করতে। লোকায়তিক সমাজ এবং সংস্কৃতি ক্রমশ প্রান্তিক এবং কোনঠাসা হয়ে পড়ল।

উত্তর -ঔপনিবেশিক সময়ে এই ব্যাধি আরও বেশি সর্বত্রগামী এবং অবাধ হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনযাত্রার, ভাষাচর্চায় এবং সাংস্কৃতিক-বাচনে প্রভাব ফেলে 'মডার্নইজম'। যে আধুনিকতাবাদের উৎস পশ্চিমী ভোগবাদী সমাজের ক্ষয়শীল কাঠামোতে। এই যে সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে একটা দেশ শিকড় ছিঁড়ে যাযাবর হয়ে গেল, বিশেষত তার ভাবনার ভূখন্ডে– জন্মালো 'ডায়াস্পোরার' অনিবার্য পরিণতি – ঠিক এখান থেকে দাঁড়িয়ে লোকনাথের নাটক এবং গদ্যরচনাগুলিকে দেখা প্রয়োজন। বিশেষত 'বাবুঘাটের কুমারী মাছ' উপন্যাসটির অন্তর্বয়নে এই মানবিক বিচ্যুতির ইতিবৃত্ত সামান্য খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের আলোচকেরা এখন পর্যন্ত লোকনাথের এই উপন্যাসটিকে পাশ্চাত্যের নন্দনতাত্ত্বিক ধারণা থেকে অভ্যাস করা চোখ নিয়ে দেখেছে এবং সেই দেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে এই উপন্যাসটি তাদের কাছে একটি ব্যর্থ সৃষ্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কোন আলোচক উপন্যাসটির মধ্যে পর্নোগ্রাফির আদল দেখতে পেয়েছে আবার কেউ কেউ উপ্যাসটিকে একটি পরাবাস্তবাদী কাঠামোর মধ্যে ফেলে ব্যাখ্যা করেছে– এই সব আলোচনার কারণে পাঠকও বিভ্রান্ত হয়েছে।

৫.

বাংলা সাহিত্যের ধারায় লোকনাথের ভূমিকা দ্বিমুখী। একদিকে তিনি মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র বয়ান সৃষ্টি করার চেষ্টা করে গেছেন এবং আংশিক হলেও সফল হয়েছেন। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং নাটকগুলি যেভাবে রচিত হয়েছে তা আমাদের প্রথানুগ সাহিত্য পাঠকের কাছে অধরা রয়ে গেছে। অন্যদিকে তিনি সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভূগোলকে সম্প্রাসারিত করেছেন অনুবাদ, প্রবন্ধ এবং নিবন্ধ রচনার মাধ্যমে। বলতে গেলে ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের যেটুকু বিস্তার, তা প্রমথ চৌধুরী, অরুণ মিত্রের পর ঘটিয়েছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। এই বিস্তারের কাজটাও তিনি করেছেন স্বতন্ত্র ভাষায় এবং অনন্য ভঙ্গিতে।

যেমন এই প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনাগুলিকে– প্রবন্ধ এবং নিবন্ধগুলিকে আমরা সামনে রাখতে পারি। ফরাসী দেশ এবং ভাষা

সম্পর্কে বিশেষত সাহিত্য নিয়ে আমাদের একটা কল্পিত আবেগ আছে। যা কিছুটা সত্য এবং বেশ খানিকটা অর্ধসত্য। ইংরাজী অনুবাদে ফরাসী সাহিত্য পড়ে আমরা ফরাসী গদ্যের চাল এবং ক্রমোন্নতি সম্পর্কে খানিকটা বিজ্ঞ হয়ে পড়ি। নির্বোধের মত সে নিয়ে মন্তব্যও করি। যেমন বিগত শতকের সাতের দশকে আমরা অনেক শহরবাসী বিজ্ঞজনদের বলতে শুনতাম যে কমলকুমার মজুমদারের গদ্য রীতিতে ফরাসী গদ্যের প্রভাব আছে। কমলকুমার ফরাসী ভাষা জানতেন এবং আমরা কিছুই জানি না এই দুটো প্রান্তকে জুড়ে একটা এই জাতীয় বিশৃঙ্খল মন্তব্য করা হত এবং এই ধরণের মন্তব্যের প্রতিবাদও হত না। যেমন অরুণ মিত্র এবং চিন্ময় গুহ প্রমুখের লেখালিখির পর আমরা এখনও বিশ্বাস করি বুদ্ধদেব বসু বোদল্যারের কবিতা অনুবাদ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর করা অনুবাদে যে বোদল্যার অধরা এবং অসম্পূর্ণ থেকে যান সেই সত্যটা আমরা সহজে স্বীকার করি না।

এই যে একটা ভুল– কিংবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা, সেটাকে নিজের রচনায় লোকনাথ কোনদিন স্বীকৃতি দেন নি। বিশদ করেন নি। যেমন র‍্যাঁবো প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে র‍্যাঁবোর উত্তর-জীবন নিয়ে তিনি একটি শব্দও ব্যয় করেন নি। তিনি ভালোভাবে জানতেন পাঠকদের জানাতে হবে র‍্যাঁবোর কবিত্ব বিষয়ে– কিন্তু যে র‍্যাঁবো পরবর্তী জীবনে কবিতা ব্যতিরেক বেঁচে থাকবেন, যে জীবন যত আকর্ষণীয় চমকপ্রদ হোক, সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়ার দায় সাহিত্য-আলোচকের নেই।

কিন্তু উত্তর - ঔপনিবেশিক আলোচকেরা, প্রাবন্ধিকেরা, বুদ্ধিজীবীরা এই বোধের অন্য বিন্দুতে বসবাস করেন। তাঁরা পাঠককে জানিয়ে দিতে আগ্রহী যে তাঁরা কতটা জানেন– তাঁদের পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা কত গভীর। তাঁদের বেশি উৎসাহ পাঠককে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে, আতঙ্কিত করে তোলে। সাহিত্যে ইতিহাস বলতে গিয়ে তাঁরা সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে অনর্থক অক্ষর বিলাসে লিপ্ত হন। লেখকের রচনার পরিচিতির সূত্রে চলে আসে রচনা বহির্ভূত তথ্যপুঞ্জের বিস্মিত সমাহার। দেশের মাটি এবং আকাশ থেকে তাঁদের লেখা অনেকটা দূরত্বে অবস্থান করে। ফলে উত্তর - ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতায় আমরা, বুদ্ধিজীবীদের– বিশেষত নগরবাসী বিদ্বৎজনদের সমীহ করি এবং ভয় পাই।

প্রাবন্ধিক লোকনাথ, এই অভিজ্ঞতার বাইরে একটি আলাদা বয়ানে নিজেকে বিবৃত করেন। তাঁর লেখা প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনটি, –যথাক্রমে এক দিগন্ত দিনান্তের (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫), তিক্ততার এই রঙে জন্ম (আষাঢ় ১৩৮৩) এবং দেশ-দেশান্তর জন্ম-জন্মান্তর (জানুয়ারি ২০০১)–তিনটি বইয়ে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা ৩৭।

আলোচনার বৃত্তে লোকনাথ দেশ থেকে দেশান্তর, সময় থেকে সময়ান্তরে প্রবহমান অবিচ্ছিন্ন এক সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডকে মানব সভ্যতার প্রধান স্তম্ভ বলে চিহ্নিত করেন। আলোচক লোকনাথের প্রধান অন্বিষ্ট প্রতীকবাদী কবিরা, যে কোন আলোচনায় এই সাহিত্যের ইতিহাসরেখা এবং টানাপোড়েন তথা দ্বান্দ্বিক পটভূমি, লোকনাথ গভীর ভাবে স্পর্শ করে যান। ফলে একদিকে যেমন তিনি বোদল্যার, র‍্যাবো, ভের্লেন, মালার্মে, ভালেরি, লেঅঁ-পল ফার্গ এবং প্রের্স প্রমুখদের নিয়ে আলোচনাকে বিস্তারে নিয়ে যান, ঠিক অন্য প্রান্তে তিনি নির্বাচন করেন আন্তনিও পোর্কিয়া, চিত্রকর ভোলস্, আন্দ্রে ভেল্টের মত প্রান্তিকজনেদের। আবার সরবনের ছাত্র আন্দোলনের অভিঘাতে সৃষ্টি হওয়া সাময়িক সাহিত্য, আফ্রিকা - ভিয়েতনাম - লেবাননের সাহিত্যধারা কিংবা ফরাসী 'নব' উপন্যাস তাঁর আলোচনায় সহজে স্থান করে নেয়। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি একজন স্রষ্টাকে– যিনি পাঠকদের সামনে একটা অপরিচয়ের পর্দা সরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের সামনে খুলে দিচ্ছেন একটি অজানা শিল্প-সাহিত্যের রুদ্ধ দরজা। পাঠক, বুঝে যান আরেকজন সহৃদয় পাঠকের সাহচর্য্যে, তার যাত্রা শুরু হয়েছে।

৬.

অশোক মিত্র লোকনাথ ভট্টাচার্যের রচনাবলীর ভূমিকাংশে লিখেছেন– ''এই মানুষটি বাংলা ভাষার রহস্যে আমৃত্যু মজে থেকেছেন, বাংলা ভাষার গদ্য তথা কাব্যগঠনের বিভঙ্গ নিয়ে সতত চিন্তান্বিত থেকেছেন; সেই সঙ্গে পরম সহজে এক বিন্যাস থেকে ভাষা ও সাহিত্যের অন্য বিন্যাসে পৌঁছে গেছেন। বাংলা ভাষা তথা সাহিত্যের বাইরে তাঁর আত্মপ্রকাশের সুযোগ নেই; তার চেয়েও যা অধিকতর প্রাসঙ্গিক, প্রশ্নই নেই।''

তথাপি অশোক মিত্র লক্ষ্য করেন 'কিন্তু এখানেই বাধার পর বাধার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, যে নিয়তি থেকে কোনদিন লোকনাথের নিস্তার মেলেনি।' অশোক মিত্র বলেছেন– 'নিয়তি' –আমি বলি 'স্বাধীনতা -উত্তর সময়ে এবং দেশভাগজনিত' কারণে পশ্চিবঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মধ্যমেধা সুযোগসন্ধানীদের উত্থান, সুচতুর আগ্রাসন, তার সামনে লোকনাথ হয়তো-বা অসহায়বোধ করেছিল। তথাপি আপোষ করেন নি অথবা স্বধর্মভ্রষ্ট হন নি। অশোক মিত্র লোকনাথের প্রাতিস্বিক জীবনের 'দ্বৈপায়ন সত্তা'-র কথা উল্লেখ করেন। অথচ 'দ্বৈপায়ন সত্তার' আশ্লিষ্ট হয়েও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, কিংবা নীরদ সি. চৌধুরী যখন বাংলা সাহিত্যের পরিসরে সুস্থিত থেকে যেতে পারেন, তখন কেন লোকনাথকে অপরিচয়ের ভবিতব্য মেনে নিতে হয়? সে-কি পশ্চিমবঙ্গবাসী হওয়ার জন্য? একটি বিশেষ গোষ্ঠীয় সংকীর্ণতা কি তাঁর জন্য এই ভবিতব্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল?

অশোক মিত্র আরও গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন যে লোকনাথ কোনভাবে চলতি-বাস্তবতার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন নি। উদয় বাংলায় যে সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব সর্বগ্রাহী, প্রায় 'লেভিয়াথাঁ সদৃশ– সেই য়ুরোপীয় আধুনিকতাবাদকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে

লোকনাথ তাঁর সাহিত্য রচনায় মেলাতে চাইলেন ধ্যানের গাঢ়তা, চিন্তার সুষম বিন্যাস এবং ভারতীয়তার প্রাচীন সংশ্লেষ। দিনের পর দিন তাঁর লেখা হয়ে উঠল একান্ত ব্যক্তিগত কিন্তু আশ্চর্য দূরাভিসারী; যেখানে বিদগ্ধ পাঠক দেখতে পান, 'স্বদেশী সত্তা ও বিদেশী অভিজ্ঞানের মধ্যে সেতু বন্ধন।' তাই পারী শহরের সাথে মিলিয়ে নিয়ে দেখেন কাশী শহরটিকে, ফ্রান্সের রদে গ শহরে পার্বত্যভূমিতেদাঁড়িয়ে মনে পড়ে দেবপ্রয়াগের কথা– গঙ্গানদীর কথা এবং মন্দিরময় ভারতবর্ষের কথা। গঙ্গানদী বারবার তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে আসে– স্মৃতির আশ্চর্য ঝাঁপি হয়ে, সত্তার আকাশ হয়ে, জীবনের সংরাগ হয়ে। ভারতীয়তাকে এভাবে ধারণ করার যে মহত্ব, তা বোঝার মত ঔদার্য্য, সহনশীলতা অন্তত বঙ্গদেশের বিশেষত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী কলকাতা শহরের ছিল না।

অনেক বছর আগে একটি উপন্যাসে বনফুল লিখেছিলেন– ''কলিকাতা নামক বিরাট শহরটি পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বিরাট নরক-কুন্ড, যেখানে সৎ পথে থেকে কোন সচ্চরিত্র লোক সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারে না, যেখানে সদ্‌গুণের চেয়ে বদ্‌গুণের কদর বেশি, যেখানে গুন্ডামি দিয়ে রাজনীতি চালাতে হয়, ভন্ডামি দিয়ে ধর্ম, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ভয়ে ভীত, যেখানে তারা নোট বেচে সকলের পায়ে তেল দিয়ে সভয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। যেখানে সাহিত্যিকেরা পর্যন্ত হয় মতলববাজ ব্যবসাদার না হয় ভিখারী, শুধু অন্নের ভিখারী নয় সম্মানের ভিখারী। সেখানে ফুটপাতে লোক শুকিয়ে মারা যায় তিলে তিলে কেউ ফিরে দেখে না পর্যন্ত, তারই পাশ দিয়ে মোটরের সারি চলে, সামনেই সিনেমা হয় থিয়েটার হয় আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে, যেখানে গণিকারা ভদ্রমহিলা হয়েছে এবং ভদ্রমহিলারা গণিকা হবার চেষ্টা করছে, যেখানে অবিচার আর অন্যায়ের নূতন নামকরণ হয়েছে গণতন্ত্র স্বাধীনতা–'

এই দুঃসহ শহরটাকে লোকনাথ মান্যতা দেন নি এবং স্বীকার করে নেন নি। এই প্রত্যাখ্যানের বিপরীতে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল নির্বোধ নীরবতা। অশোক মিত্র প্রত্যাশা করেছেন ''...আরও গুটিকয়েক দশকের অধৈর্য প্রতীক্ষান্তে বাঙালী পাঠক লোকনাথ ভট্টাচার্যকে আবিষ্কার করবেন।' কিন্তু আমাদের বিশাস– লোকনাথ ভট্টাচার্য একজন বিরল প্রজাতিরস্রষ্টা, যিনি সময়কে গভীর ভাবে স্পর্শ করে ছিলেন। সুতরাং প্রগলভ পণ্যতান্ত্রিকতার কুবাতাস তাঁকে আদৌ নষ্ট করতে সক্ষম হয় নি। তাই চিরকাল কয়েকজন পাঠক তাঁকে সন্ধান করে খুঁজে নেবেন, পাঠ করবেন এবং মহাকালের নীরবতা কোনদিন লোকনাথের মত লেখকদের বিস্মরণের বল্মীকস্তূপে একেবারে ঢেকে দিতে পারবে না।